## ওয়েবিনার সারসংক্ষেপ

# ‘গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব’ শীর্ষক অনলাইন সেমিনার

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) এবং কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে বিগত ৫ নভেম্বর ২০২০ একটি যৌথ অনলাইন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সেপ্টেম্বর মাসে আইএনএম পরিচালিত অনলাইন জরিপের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ‘কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশের এমএফআই: ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জনে করণীয়’ গবেষণাপত্রটির সারাংশ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর পক্ষ হতে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে নারী ও যুবসমাজের ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়নের দুর্ভোগ উত্তরণের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, আইএনএম। প্যানেলিষ্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. আতিউর রহমান, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা এবং ড. গ্রিত্তা ফিজেরাল্ড, ডিরেক্টর প্রোগ্রাম, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাংলাদেশ। শতাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অধিবেশনে অংশগ্রহন করেন।

ড. মোস্তফা কে মুজেরী, নির্বাহী পরিচালক, আইএনএম উপস্থিত সবাই কে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তিনি বলেন যে অধিবেশনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোভিড-১৯ ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জনে এমএফআইদের করনীয় সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আশু করণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাতে বেশির ভাগ অংশগ্রহণকারী এমএফআই প্রতিনিধি যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করেন তারা উপকৃত হতে পারেন। তিনি বলেন যে আজকের অধিবেশনে যে দুটি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হবে তার প্রথমটি মূলত কোভিড-১৯ এর কারণে এমএফআইদের বিভিন্ন সমস্যা ও তা মোকাবিলার জন্য তাদের প্রস্তুতি নিয়ে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে করণীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ এবং দ্বিতীয়টিতে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে নারী ও যুবদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং তা থেকে উত্তরনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের পর্যালোচনা। তিনি বলেন বাংলাদেশের বর্তমান কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে এই বিষয় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অধিবেশনের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, আইএনএম কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা পরিচালনা করার জন্য আমন্ত্রন জানান।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, চেয়ারম্যান, আইএনএম উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান কালে দেশের সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংকট মোকাবিলার সময়োপযোগী ও টেকসই পন্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি, নারী, শিশু, পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী এবং কোভিডের কারণে নতুন করে যারা পিছিয়ে পড়ছেন তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য কাউকে বাদ দেয়া গ্রহনযোগ্য হতে পারে না। এ সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তবেই আমাদের পক্ষে টেকসই উন্নয়ন সম্ভবপর হবে। তিনি সারা দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী এমএফআই প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং গবেষনাপত্র উপস্থাপনের আহবান জানান।

আইএনএম এর পক্ষ থেকে **‘কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশের এমএফআই: ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জনে করনীয়’** শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন ড. ফারহানা নার্গিস, রিসার্চ ফেলো, আইএনএম। অনলাইন জরিপের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত গবেষণাটিতে কোভিড-১৯ সময়কালে এমএফআই গুলোর আর্থিক এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায়সমূহ উপস্থাপন করা হয়। গবেষণাটিতে দেখা যায় যে প্রায় ৯৩ শতাংশ এমএফআই এর পোর্টফোলিও কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। ৮৫ শতাংশেরও বেশী এমএফআই মাঠ পর্যায়ে ঋণগ্রহীতাদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে এবং ৮৮ শতাংশ এমএফআই বিভিন্ন প্রকারের অ-আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। প্রায় ৮৩ শতাংশ এমএফআই ঋণের কিস্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং ৭৩ শতাংশ এমএফআই নতুন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। জরিপকৃত ৭৮ শতাংশ এমএফআই ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কঠিন সময় পার করছে। কোভিড পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সহযোগীতা ৭১ শতাংশ এমএফআই এর কাছে পৌছায়নি। কোভিড-১৯ সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের উপায়সমূহ হিসেবে উঠে এসেছে, ঋণ গ্রহনকারী পরিবার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক উপার্জনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে পদক্ষেপ গ্রহণ, মাঝারি এবং ছোটো এমএফআইগুলোর জন্য বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন, ঋণ পরিশোধের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুতকরণ, বিকল্প অর্থায়নের উৎস অন্বেষণ, ডিজিটালাইজেশন, নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে পরিবর্তন, সহযোগীতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল বাস্তবায়ন।

কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর পক্ষ হতে **‘আর্থিক অন্তভুক্তিকরণের মাধ্যমে নারী ও যুবদের ক্ষমতায়ন’** শীর্ষক গবেষণা পত্র উপস্থাপন করেন সাইদ মাহমুদ রিয়াদ, প্রোগ্রাম প্রধান, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত চরাঞ্চল, কুড়িগ্রাম সদর এবং উলিপুর উপজেলায় প্রায় ১৩,০০০ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধির প্রকল্পটি ট্রিকল আপ,

মেটলাইফ ফাউন্ডেশন এবং আর.ডি.আর.এস. বাংলাদেশের সহযোগীতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় থাকা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে ৬০০ স্বত্বভোগীকে এই কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য সরকারের ভিজিডি প্রোগ্রামের স্বত্বভোগীদের একই সাথে কার্যকর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে তার প্রভাব এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষন। কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই প্রকল্পে এডাপ্টিভ গ্রাজুয়েশন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরীর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সূচনা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রকল্পের ফলাফল হিসেবে প্রায় ৬৩৭ টি সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যাদেরকে জীবিকায়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দল ব্যবস্থাপনা, বিপণন, ভ্যালু চেইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১০৭৮ জন অতিদরিদ্র্যদের মাঝে মোট ৬৪,৩৮,২০০ টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে। ১৩,০০০ উপকারভোগীর সকলের রকেট মোবাইল একাউন্ট রয়েছে। স্কিল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ২০০ জন তরুন কে। জরিপ থেকে যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদনশীল সম্পদের মুল্যমান ২৮৬ ডলার থেকে বেড়ে ৪৮৯ ডলার হয়েছে। পরিবারের সঞ্চয় ৩৩ ডলার থেকে বেড়ে ৬৪ ডলার হয়েছে। যে ১২,৪০০ জনকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য ছিল সেটা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। আর্থিক পরিসেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহনের সচেতনতা বৃদ্ধির সূচকটি ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে নব্বই শতাংশের উপরে এসেছে। আরডিআরএস এর মাঠ পর্যায়ের উপস্থাপনা থেকে উঠে এসেছে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো বয়স্ক এবং বিধবাদের ঋণ প্রদানে খুব একটা আগ্রহী নয়। চর এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। পরিবারগুলোর স্থিতিশীল আয়ের ব্যবস্থা নেই এবং সর্বোপরি আস্থার ঘাটতি রয়েছে। কোভিডের কারণে আয়ের ওপর প্রভাব পড়ার সাথে সাথে ৮০ শতাংশ অতিদরিদ্র এবং ৬৮ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠি খাবারের পরিমাণ এবং গুণগতমান হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছে। ৯৭ শতাংশ অতিদরিদ্র এবং ৯৫ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের আয় কমে গিয়েছে। ৬১ শতাংশ দরিদ্র লোককে তাদের গবাদি পশু বিক্রি করতে হয়েছে। বীজ, সার এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ ব্যহত হওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সকল ধরনের আর্থসামাজিক কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার কারণে বিশেষ করে দিনমজুর, রিকশা/ভ্যান চালক, ছোট ব্যবসায়ী, ইজি বাইক চালক ইত্যাদি যারা প্রকল্প এলাকায় এবং প্রকল্প এলাকার বাইরে কাজ করেন তাদের প্রায় ৯৫ শতাংশ বেকার হয়ে পড়েছে। ২০ শতাংশ মানুষ যথাযথ স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। 'আর্থিক অর্ন্তভুক্তি করণের মাধ্যমে নারী ও যুবদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত কোভিড কার্যক্রম এর মধ্যে রয়েছে -

- মাইকিং এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কোভিড সর্তক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।
- হাতে-কলমে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়গুলি প্রকল্পের আওতাধীন পরিবারসহ প্রকল্প এলাকার লোকজনকে প্রদর্শন করা।
- রেডিও চিলমারী এফএম ৯৯.৬'র মাধ্যমে প্রতিদিন কোভিড বার্তা প্রচার করা হচ্ছে এবং এতে প্রায় ৫০০,০০০ জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে।
- ইউপি, উপজেলা, জেলা এবং সিভিল সার্জন অফিসের সাথে সমন্বয় করে কাজ পরিচালনা।
- কোভিডে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে সরকারী-বেসরকারী পর্যায় থেকে সহায়তা পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান। এ পর্যন্ত ৩,৫৪৯ উপকারভোগী সরকারী-বেসরকারী সহায়তা পেয়েছে।
- কোভিডে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ ৩৭৫ পরিবারের মাঝে প্রতিটি পরিবারকে এককালীন ৩,৫০০ টাকা বিতরণ করা হবে।

উপস্থাপনা শেষে অংশগ্রহনকারীদের একটি মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এমএফআই প্রতিনিধিরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থাপন করেন বিশেষ করে, মাঠপর্যায়ে ঋণ সংগ্রহে অসুবিধা, ক্ষুদ্র এমএফআইগুলোর তারল্য সঙ্কট, সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজ নেয়ার জন্য ব্যাংক এ বাধ্যতামূলক ২০ শতাংশ এফডিআর করা, এমএফআইদের পূর্বের ঋণ পরিশোধে সমস্যা ইত্যাদি।

ড. আতিউর রহমান তার বক্তব্য প্রদানকালে বলেন যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি এমএফআইগুলোর তারল্য সংকট একটি বড় শঙ্কার বিষয়। এক দিকে তারা তাদের বিতরণকৃত ঋণ তুলতে পারছে না, অপর দিকে তারা নতুন করে ঋণ দিতে পারছে না। ব্যাংক এ পর্যাপ্ত ফান্ড আছে এবং সরকারও অনেক ধরণের নীতি শিথিল করেছে। এমএফআইগুলোর মাত্র ১৩ শতাংশ ফান্ড আসে ব্যাংক থেকে আর বাকি সবটাই তাদের নিজস্ব অর্থায়ন। এই ১৩ শতাংশ ফান্ডও তারা ব্যাংক থেকে নিতে পারছে না। সরকার প্রদেয় সুবিধাদি এখনও সকল এমএফআইগুলোর কাছে যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে কেন এমএফআইগুলো প্রণোদনার সুবিধা নিতে পারছে না এবং কিভাবে সঙ্কট থেকে উত্তরণ সম্ভব তার প্রচেষ্টা নিতে হবে। শুধুমাত্র আর্থিক প্রণোদনা নয়, সহজ নিয়মনীতি বাস্তবায়নও একধরনের কার্যকরী প্রণোদনা। তিনি আরও বলেন যে চরের মানুষ আরও খারাপ অবস্থায় আছে কোভিডের কারণে যা কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর উপস্থাপনায় উঠে এসেছে। তিনি সকল পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন এবং গ্রামীণ পণ্যের বাজারজাতকরণ এর ক্ষেত্রে ই-কমার্স এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন যে বাংলাদেশ অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে এই কোভিড পরিস্থিতি ভালভাবে মোকাবিলা করছে মূলত এই সংগঠন গুলোর মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচীর ফলশ্রুতিতে । এমএফআই গুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাথে মাঠপর্যায়ে কাজ করছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি তার বক্তব্যে এমএফআইগুলোর সুরক্ষায় সরকার, পিকেএসএফ, এমআরএ, সিডিএফ ও নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ক্ষুদ্রঋণ এর স্থলে টেকসই

ঋণ ধারনা গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন।

ড. গ্রিত্তা ফিজেরাল্ড, ডিরেক্টর প্রোগ্রাম, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বাংলাদেশ, বলেন যে কোভিড পরিস্থিতিতে দুইটি গবেষণা প্রবন্ধই খুব সময়োপযোগী কারণ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ অতি জরুরি। তিনি সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক প্রণোদনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের প্রতি জোর দেন। তিনি বলেন যে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং আরডিআরএস এর প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ প্রান্তিক নারীদের নিয়ে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ঋণ গ্রহীতাই নারী। তিনি কোভিড পরিস্থিতিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ঋণ গ্রহীতাদের সুরক্ষা প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নে খুবই দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে যা কোভিড-১৯ এবং বন্যার কারণে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর কার্যক্রমও ব্যাপক ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। মে মাসের শুরু থেকে স্বল্প পরিসরে ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর কার্যক্রম আবার শুরু হয়েছে। তিনি পিকেএসএফ থেকে ৩৫০০ কোটি টাকার ফান্ড বরাদ্দের কথা বলেন যা দ্রুতই বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া সরকার থেকে প্রাপ্ত ২৫০ কোটি টাকার ফান্ড ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ বা অন্যান্য ঋণ দ্রুত বিতরণ করা যাচ্ছে না বিভিন্ন বাধার কারণে। এমএফআইগুলো ব্যাংক থেকে প্রয়োজনমত ঋণ পাচ্ছে না বিভিন্ন অসুবিধার কারণে। ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর সমস্যা মোকাবিলায় পিকেএসএফ থেকে মাঠ পর্যায়ে নজরদারি করা হচ্ছে। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে প্রায় ২.৩০ ঘন্টার ওয়েবিনারটির পরিসমাপ্তি ঘোষনা করেন।

**চিত্রঃ ওয়েবিনারের কিছু আলোক চিত্র**